দৈনিক ইত্তেফাক

JUL 15 2002

বন্ড সুবিধার অপব্যবহারে দেশী শিল্প ধ্বংস হচ্ছে ॥ বেসরকারী স্কুল কলেজকে কর দিতে হবে ঃ সাইফুর

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ চলতি অর্থ বছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ ও ফাঁক-ফোকর বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। তিনি বলেছেন, শুধু শুল্ক কর্মকর্তাই নয়, বাংলাদেশের সকল সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তবে কোন রাজস্ব কর্মকর্তা দুর্নীতিতে জড়িত হলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।

গতকাল রবিবার তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজস্ব বোর্ড মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অর্থমন্ত্রী বলেন, কোন সরকারী সংস্থা শুল্ক না দিলে তাদের আমদানীকৃত পণ্য ছাড় হবে না। সাইফুর রহমান রাজস্ব কর্মকর্তাদের মনমানসিকতার সংস্কার করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, কর সহায়ক পরিবেশ তৈরী করুন। আপনারা যদি দেশপ্রেমিক হতেন তাহলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অনেক বাড়তো। করদাতা এবং কর কর্মকর্তার মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব (২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

সাইফুর

(প্রথম পৃঃ পর)

হলে অনেকেই আগ্রহ নিয়ে কর দেবে। তাছাড়া, ভ্যাট ও আয়করে সামঞ্জস্যের অভাবেও অনেক সময় আদায় বাড়ে না। তিনি দ্রুত কম্পিউটারাইজেশনের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, মানুষ কর দেবে।, তাকে সঠিক রসিদ দেবেন। এখন যা দেয়া হয়, দুইবার ভাঁজ করলেই ছিঁড়ে যায়।

সাইফুর রহমান কমিশনারদের নির্দেশ দেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খাওয়ার আগে ক্লায়েন্ট সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে। তিনি একই সঙ্গে চলতি বছরেই ৩ লাখ আয়কর দাতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মোট আয়কর দাতার সংখ্যা ১২ লাখে উন্নীত করার কথা বলেন। বৈঠকে অর্থমন্ত্রী বলেন, আজিজ বিড়ি হাজার কোটি টাকা ফাঁকি দিচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। অপসোনিন আগে ফাঁকি দিলেও এখন ভ্যাট দিচ্ছে। তবে গত দু' বছরের ভ্যাট এই কোম্পানীর কাছ থেকে আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সাইফুর রহমান বড় বড় রাঘব বোয়ালদের কর ফাঁকির ঘটনা উদঘাটনের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, রাঘব বোয়ালরা আপনাদের তোয়াক্কা করে না, অনেকে আমাকেও করে না, এদের ধরুন। তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বিবরণী দাখিল করতে হবে। কে কত টাকা আয় করে, কয়বার বিদেশ ভ্রমণ করে কিংবা কয়টা গাড়ী ব্যবহার করে, কত টাকার বিদ্যুৎ-গ্যাস-টেলিফোন বিল দেয়- সেসব বের করে আদায় বাড়াতে হবে। আগের মত বলতে পারবেন না সোনারগাঁও হোটেলে হিসাবের খাতা নিয়ে আসুন। সাইফুর রহমান অভ্যন্তরীণ তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করতে সহকারী কমিশনার পর্যায়ে একটি বিশেষ নিরীক্ষা দল গঠনের কথা বলেন। এই অডিট টীম মাঠ পর্যায়ে আকস্মিক পরিদর্শন করবে এবং সরাসরি এনবিআরে রিপোর্ট জমা দেবে। কমিশনারেট কিংবা কর্মকর্তাদের অনিয়মও এরা দেখবে। একই সঙ্গে শুল্ক গোয়েন্দা কার্যক্রম আরো শক্তিশালী করার তাগিদ দেন তিনি। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা সংকুচিত করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তথাকথিত রফতানীমুখী শিল্পখাতের নামে আমরা অনেক রাজস্ব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধায় পণ্য এনে খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। দেশীয় শিল্প ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। যেমন হার্ডবোর্ড শিল্পকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা এর ফলে দু'দিকেই লোকসান গুনছি। এক রাষ্ট্রদূত আমাকে বলেছেন, বাজারে বন্ডের চেয়ে সস্তায় পণ্য পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা বস্ত্র রফতানী খাত থেকে কোন রাজস্ব পাচ্ছি না। কর খাতে তাদের কোন অবদান নেই। রফতানী আয় যা হয়, তার জন্য আমদানী ব্যয় হিসাব করলে নীট রফতানীর পরিমাণ খুবই কম।

অর্থমন্ত্রী চট্টগ্রাম বন্দরে কালেক্টর অব কাস্টমসের ১টি পদ বাড়িয়ে দু'টি পদ করার কথা বলেন। তিনি রেস্টুরেন্ট, রিরোলিং মিলস, বেসরকারী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কর আদায় নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত একটি ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলের অধ্যক্ষাকে বাংলাদেশের বিলগেটস হিসাবে আখ্যা দিয়ে বলেন, এদের কাছ থেকে কর আদায় নিশ্চিত করতে হবে। তিনি কমপক্ষে ২৫ শতাংশ রাজস্ব প্রবৃদ্ধি অর্জনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, প্রচুর সুযোগ রয়েছে। শুধু আদায় ব্যবস্থা জোরদার করতে পারলেই হলো।

বৈঠকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. শোয়েব আহমদ, সদস্য রিয়াজুল কবীর, মনজুর মান্নান প্রমুখ বক্তৃতা করেন। রাজস্ব কর্মকর্তারা চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়ানোর কথা বলেন।